UNIT-1 CONCEPT of Educational Philosophy

1) দর্শনের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ও সংজ্ঞা লেখো?

Meaning :- দর্শন শব্দটি সংস্কৃত দৃশ ধাতু থেকে এসেছে যার অর্থ হল দেখা বা অবলোকন করা। দর্শন শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ হল 'Philosophy.' এটি গ্রিক শব্দ 'Philo' এবং 'Sophia' থেকে এসেছে। 'Philo' শব্দের অর্থ হল 'Love বা ভালোবাসা' এবং 'Sophia' শব্দের অর্থ হল Wisdom বা জ্ঞান; সুতরাং, 'Philosophy' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল Love of Wisdom বা জ্ঞানের প্রতি ভালোবাসা,

Definition :- দর্শনের সংজ্ঞা সম্পর্কে বিভিন্ন দার্শনিক তারা তাদের বিভিন্ন মতামত দিয়েছেন —

According to 'Aristotale'—
"Philosophy is a science, which discovers the real nature of super natural elements."

According to 'Fichte'—
"Philosophy is the science of knowledge."

According to 'Radhakrishnan'—
"Philosophy is a Logical enquiry into the nature of reality." দর্শন হল বাস্তব প্রকৃতির একটি যুক্তিপূর্ণ অনুসন্ধান,

সুতরাং, এককথায় বলা যায়, দর্শন হল সকল জ্ঞানের যুক্তিনির্ভর একীভূত রূপ,

2) শিক্ষার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ও সংজ্ঞা লেখো?
→

3) Relation between Philosophy and Education?

→ বিশ্বজগৎ ও জীবন সম্পর্কে মানুষের অন্তহীন জিজ্ঞাসায় দর্শনের ভিত্তিভূমি। পৃথিবীর জন্মলগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত যত উন্নয়ন ঘটেছে তার মূলে রয়েছে দর্শন। দর্শন বলতে বুঝি বিশ্ব জগৎ সম্পর্কে সামগ্রিক জ্ঞান। তাই দর্শনকে বলা হয় 'সকল বিষয়ের জননী'।

আধুনিক শিক্ষাবিদগণের মতে 'শিক্ষা যদি মানবদেহ হয় তাহলে দর্শন হল তার আত্মা,' (If education is the physical body, Philosophy is its soul.)

শিক্ষা ও দর্শনের প্রসঙ্গে শিক্ষাবিদ রস বলেছেন — "philosophy and education are like two sides of the same coin." অর্থাৎ, দর্শন এবং শিক্ষা হল একই মুদ্রার দুটি রূপ।

দর্শন ও শিক্ষা একে অপরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত। দর্শন ও শিক্ষার সম্পর্ককে দুটি দিক থেকে আলোচনা করা যায় —

(A) দর্শনের সঙ্গে শিক্ষার সম্পর্কের তাত্ত্বিক দিক

(B) দর্শন ও শিক্ষার ব্যবহারিক দিক

(A) দর্শনের সঙ্গে শিক্ষার সম্পর্কের তাত্ত্বিক দিক :-

দর্শন ও শিক্ষার সম্পর্কের তাত্ত্বিক দিকগুলি নিম্নে আলোচনা করা হল —

(i) দর্শন শিক্ষার নির্দেশনা ও নির্ধারক :-

শিক্ষা হল একটি সচেতন গতিশীল এবং উদ্দেশ্যমুখী প্রক্রিয়া। মানবজীবনের একটি অংশ হল শিক্ষা। এর জন্য প্রয়োজন সঠিক নির্দেশনা ও তত্ত্বাবধান। দর্শন জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করে দেয়, তাই জীবনের লক্ষ্য পূরণের জন্য শিক্ষাকে দর্শন সঠিক নির্দেশনা দিয়ে জীবনের লক্ষ্য পূরণে সাহায্য করে।

(ii) দর্শনের প্রয়োগক্ষেত্র শিক্ষা :-

দর্শনের কার্যাবলী হল শিক্ষার লক্ষ্য ও কার্য নির্ধারণে সাহায্য করা। শিক্ষা হল দর্শনের ব্যবহারিক দিক, তাই শিক্ষাবিদ 'অ্যাডামস' বলেছেন — "শিক্ষা হল দর্শনের গতিশীল দিক।"

(iii) মহান দার্শনিকরাই মহান শিক্ষাবিদ :-

শিক্ষাতত্ত্বের ইতিহাস থেকে বলা যায় প্রায় সকল মহান দার্শনিকই মহান শিক্ষাবিদ, সক্রেটিস, প্লেটো, রুশো, ফ্রয়েবেল, জন ডিউই, কমেনিয়াস, মহাত্মা গান্ধি, বিবেকানন্দ, ঋষি অরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ দার্শনিকগণ সকলেই শিক্ষাবিদ, তাদের দার্শনিক চিন্তাধারা শিক্ষাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে।

(iv) দর্শন শিক্ষার প্রকৃতি নির্ধারক :-

শিক্ষার সকল সমস্যাই দর্শনের সমস্যা। দর্শন শিক্ষার লক্ষ্য এবং জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করে, তাই ব্যক্তির চাহিদা এবং সমাজের চাহিদাকে লক্ষ্য করে পাঠক্রম সৃষ্টি হয়ে থাকে। শিক্ষার সম্ভাবিত শিক্ষা পদ্ধতি, শিক্ষকের ভূমিকা, পাঠ্যপুস্তক রচনা, শৃঙ্খলা ইত্যাদিকে দর্শন প্রভাবিত করে।

(v) নৈতিক মূল্যবোধ সৃষ্টিতে দর্শন ও শিক্ষা :-

শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য হল নৈতিক মূল্যবোধ গড়ে তোলা। সমাজ পরিবর্তনশীল হওয়ায় ক্রমাগত মূল্যবোধের পরিবর্তন ঘটছে। পুরাতন মূল্যবোধের সঙ্গে নতুন মূল্যবোধের সমন্বয়ের মাধ্যমে সমাজের উপযোগী নতুন ও কার্যকরী মূল্যবোধের উদ্ভব ঘটে। এই মূল্যবোধ সৃষ্টিতে শিক্ষাকে দর্শন সাহায্য করে।

(B) দর্শন ও শিক্ষার ব্যবহারিক দিক :-

দর্শন ও শিক্ষার ব্যবহারিক সম্পর্কের দিকগুলি হল—

(i) শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণ :-

শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণে দর্শন বিশেষভাবে সাহায্য করে। শিক্ষার লক্ষ্য জীবনের লক্ষ্যের সঙ্গে সম্পর্কিত। শিক্ষার লক্ষ্য শিক্ষার্থীর জীবনে কীভাবে প্রয়োগ ঘটবে তার উপায় দর্শন নির্ধারণ করে দেয়।

(ii) পাঠক্রম রচনা :-

শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণের পাশাপাশি পাঠক্রম রচনায় দর্শন সাহায্য করে। পাঠক্রম হল শিক্ষার লক্ষ্যে পৌঁছানোর পথ। পাঠক্রমে কোন কোন বিষয় অন্তর্ভুক্ত হবে তা দর্শন নির্ধারণ করে দেয়।

(iii) শিক্ষণপদ্ধতি নির্ধারণ :-

শিক্ষণপদ্ধতির সঠিকভাবে ধারণা দিয়েছে দর্শন। বিভিন্ন দর্শনের বিভিন্ন ধরনের শিক্ষণপদ্ধতির কথা বলা হয়েছে। যেমন— ভাববাদী দর্শনে প্রশ্ন-উত্তর পদ্ধতি, আলোচনা পদ্ধতি ইত্যাদির, প্রয়োগবাদী দর্শনে সমস্যা সমাধান পদ্ধতি, প্রকল্প পদ্ধতি ইত্যাদির ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রকৃতিবাদী দর্শনে আত্মশিক্ষণ পদ্ধতি, আবিষ্কারক পদ্ধতি, খেলাভিত্তিক পদ্ধতির ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

(iv) **পাঠ্যপুস্তক রচনা :-**

পাঠ্যপুস্তক রচনায় দর্শন সাহায্য করে। পাঠ্যপুস্তক প্রয়োজনীয় ছবি উদাহরণ প্রভৃতি যেমন হবে তা সবই দর্শন দ্বারা নির্ধারিত হয়ে থাকে।

(v) **শৃঙ্খলার প্রকৃতি নির্ধারণ :-**

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শৃঙ্খলার প্রকৃতি ধরন কেমন হবে তা নির্ধারণ করতে সহায়তা করে দর্শন। কারণ শৃঙ্খলা জীবন দর্শনকে প্রভাবিত করে।

(vi) **শিক্ষার্থী :-**

শিক্ষা প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীর স্থান দর্শন দ্বারা নির্ধারিত হয়ে থাকে। ভাববাদী দার্শনিকদের মতে শিক্ষার্থীর স্থান হল দ্বিতীয় বা গৌণ। প্রকৃতিবাদীদের মতে শিক্ষার্থীর স্থান হল শিক্ষার কেন্দ্রবিন্দুতে।

(vii) **শিক্ষক :-**

প্রত্যেক শিক্ষক একজন দার্শনিক। দর্শন শিক্ষকের গুণাবলী ও দায়িত্ব নির্ধারণ করতে সাহায্য করে। শিক্ষকের গুণাবলীর দ্বারা শিক্ষার্থী প্রভাবিত হয়।

সুতরাং, শিক্ষার পরিপূর্ণ বিকাশের ক্ষেত্রে দর্শন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, তাই দর্শনের প্রয়োগক্ষেত্র হল শিক্ষা। তাই বলা যায় দর্শন শিক্ষার তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক উভয় দিককেই বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে।